দেশ জুড়ে কৃষক আন্দোলনকে হাল্কা করে দেখা উচিত নয়

মন্দসৌরে কৃষক-হত্যার বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে দেশের ৮টি রাজ্যের শতাধিক কৃষক সংগঠন ১০দিন বিক্ষোভের কর্মসূচি নিয়েছে। গাঁও বনধ অভিযান দিয়ে শুরু হয়েছে এই প্রতিবাদ। এই ১০ দিন গ্রাম থেকে শহরে দুধ, সবজি, ফসল কিছু যাবে না বলে ঘোষণা করেছেন প্রতিবাদী কৃষকরা। ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষি ঋণ মকুব, ফসলের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে তাঁদের এই প্রতিবাদ। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, জন সংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশই কৃষক ক্ষমতায় যে দল যখন আসে, তখন তারা ভোট আদায়ের ফিকিরে কৃষকদের জন্য অশ্রু বর্ষণ করে থাকেন, এটাই দেশের চিত্র। কিন্তু বছর পার হলেই সব সরকার বিওবাদের তোষামোদ করে। এদের অর্থে স্ফীত হয় রাজনৈতিক কোষাগার। এবার সেই কৃষক শ্রেণি জাগছেন, এটা অবহেলা করা উচিত নয়। ঋণ মকুবের দাবিতে এর আগেও কৃষকরা আন্দোলন করেছেন। এই দাবিতে মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যে কৃষক বিক্ষোভ হয়। মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে ৬জনের মৃত্যু হয়। এর জেরে শিবরাজ সরকার কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে। এই আন্দোলন শুরু করেছে রাষ্ট্রীয় কিষাণ সঙ্ঘ। ধর্মঘট চললে জোগানে টান পড়বে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, সাধারণ নির্বাচনের আগে এর সুষ্ঠু সমাধান জরুরি।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

(অনাহত ধ্বনি ও পরমপদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—শব্দ ব্রহ্ম, ঋষি মুনিরা ওই শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন। সিদ্ধ হলে শুনতে পায়, নাভি থেকে ঐ শব্দ আপনি উঠছে—**অনাহত শব্দ।**

''একমতে, শুধু শব্দ শুনলে কি হবে? দূর থেকে শব্দ-কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ-কল্লোল ধরে গেলে সমুদ্রে পৌঁছান যায়। যে কালে কল্লোল আছে সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধ'রে ধ'রে গেলে তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। তাঁকেই **পরমপদ** বলেছে। 'আমি' থাকতে ওরূপ দর্শন হয় না। যেখানে 'আমি'ও নাই, 'তুমি'ও নাই একও নাই অনেকও নাই; সেইখানেই এই দর্শন।''

(জীবাত্মার ও পরমাত্মার যোগ সমাধি)

''মনে কর সূর্য আর দশটি জলপূর্ণ ঘট রয়েছে, প্রত্যেক ঘটে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটি সূর্য ও দশটি প্রতিবিম্ব সূর্য। যদি ৯টা ঘট ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে বাকী থাকে একটি সূর্য ও একটি প্রতিবিম্ব সূর্য। এক একটি ঘট যেন এক একটি জীব। প্রতিবিম্ব সূর্য ধ'রে ধ'রে সত্য সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় পৌঁছান যায়। জীব (জীবাত্মা) যদি সাধন ভজন করে তাহলে পরমাত্মা দর্শন করতে পারে। শেষের ঘটটি ভেঙ্গে দিলে কি আছে মুখে বলা যায় না!''

''জীব প্রথমে অজ্ঞান হ'য়ে থাকে। ঈশ্বর বোধ নাই, নানা জিনিস বোধ—অনেক জিনিস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। যেমন পায়ে কাঁটা ফুটছে, আর একটি কাঁটা জোগাড় করে এনে ঐ কাঁটাটি তোলা। অর্থাৎ জ্ঞান কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান কাঁটা তুলে ফেলা।''

''আবার বিজ্ঞান হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া—অজ্ঞান কাঁটা এবং জ্ঞান কাঁটা। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্ছে—শুধু দর্শন নয়।''

''যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান; যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে। যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার **বিজ্ঞান হয়েছে।**''

এইবার ভক্তদের বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছেন। বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বলিতেছেন।

(শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা—শ্রীমুখ-কথিত—ঈশ্বর দর্শনের পর অবস্থা)

দিনপঞ্জিকা

২০ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ, **৪ জুন**, ২০ জেঠ, সংবৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ১৯ রমজান। সূর্য্যোদ্যা ঘ ৪।৫৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৫। **সোমবার**, ষষ্ঠী **অহোরাত্র**। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৩১ মিঃ। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ৭।৫৯ মিঃ। গরকরণ, অপরাহ্ন ঘ ৪।৪১ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**—মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ঘ ১২।৩১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ১।৪০ গতে কুম্ভরাশি শুদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। **মৃতে**—দোষ নাই। **যোগিনী**—পশ্চিমে। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ২।৫৬ গতে ৪।৩৬ মধ্যে। **কালরাত্রি ঘ** ১০।১৬ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। **যাত্রা**— শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১।৫৮ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**— নামকরণ দেবতাগঠন নৌকাচালন নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটারনির্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ১২।৩১ মধ্যে বৃষ্ণাদিরোপণ। **বিবিধ**— ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৮।৩০ গতে ১০।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।৮ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২।৫০ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—রাত্রি ঘ ৩।৩০ গতে ৪।১২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২০ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ, **৪ জুন**, ১৯ রমজান, ২০ জেঠ, উঃ ৪/৫৪, অঃ ৬/১৪, **সোমবার**, ষষ্ঠী অহোরাত্র, সেহরী শেষ ৩/১৯, ইফতার ৬/২৩।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে দুই সন্ন্যাসীর সাদৃশ্য

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাধারাকে স্বকীয় উপলব্ধি সহায়ে যে দু'জন ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী সারাজীবন পরিচালিত করে গেছেন, তাঁরা হলেন স্বামী অসিতানন্দ ও স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ। প্রথমজন মাতৃসাধক, জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ও সেবক, 'সাতু মহারাজ' নামে পরিচিত। দ্বিতীয়জন শিবের উপাসক, শ্রীমৎ সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও সেবক, 'ধীরেন মহারাজ' নামে পরিচিত। দু'জনেরই পূর্বাশ্রমের বাড়ি হুগলির আরামবাগে। দু'জনেই প্রায় সমবয়স্ক, বন্ধুর মতো, আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। অভাবতই দুই সন্ন্যাসী ব্যক্তিজীবনে ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। এছাড়াও এঁদের সন্ন্যাসী জীবনের অধিকাংশ সময়ই লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিবাহিত হওয়ায় বিশেষ কিছুই অবহিত হবার সুযোগ আমরা পাইনি। তবে প্রামাণ্য জীবনচরিতে এঁদের জীবনের যা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে, এখানে তা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করলাম মাত্র।

স্বামী অসিতানন্দ, পূর্বাশ্রমে সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবারে জন্ম। পিতা রজনীকান্ত আরামবাগে সরকারি উকিল ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রকুমার ছিলেন গৃহীসন্ন্যাসী, 'শ্রীমাসারদাপুথি' প্রণেতা। বালক বয়স থেকেই 'সাতু'র ধর্মে মতি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করে জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের আশ্রমে ঠাঁই পান ও দীক্ষালাভ করেন। দ্বিতীয়জন স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ, পূর্বাশ্রমে ধীরেন্দ্রনাথ কোঙারের ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে দেবাদিদেবের কৃপায় জন্ম। পিতা অক্ষয়কুমার সদাচারপরায়ণ ও উপার্জনশীল ছিলেন। অগ্রজজাতা মন্মথনাথ বিশিষ্ট দাতা ও গৃহীসন্ন্যাসী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই 'ধীরেনের সহজাত সংস্কার তাঁকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী করে তুলেছিল। তাঁর মনে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা জাগরূক হয়েছে দেখে সাতুমহারাজই ধীরেনকে একদিন ব্রহ্মজ্ঞগুরু শ্রীমৎ সারদানন্দজীর নিকট নিয়ে আসেন। শ্রীমাকে তিনি দর্শনলাভ করে সারদানন্দজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

সাতকড়ির গর্ভধারিণী মাখনময়ীদেবী শ্রীমায়ের কৃপা পেয়ে পুত্রকে মাতৃপদে সঁপে দিয়েছিলেন। শ্রীমায়ের আদেশানুযায়ী সাতুমহারাজ দুই মায়েরই যথাসাধ্য সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। পরবর্তীসময়ে শ্রীমৎ সারদানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে উদ্বোধনে তাঁর ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। অন্যদিকে ধীরেন্দ্রনাথ 'ঈশান স্কলার' হয়েও অর্থ ও সামাজিক সম্মানের লোভ ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগ দেন, ব্রহ্মচর্য ও সাধন প্রস্তুতি শুরু করেন। গর্ভধারিণীর অনুমতিক্রমে হিমালয়ে সাধনা ও বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমার পর মঠে প্রত্যাবর্তন করে সন্ন্যাস নেন। পরে তিনিও উদ্বোধনে শ্রীমৎ সারদানন্দজীর সেবক হন।

শ্রীমৎ সারদানন্দজীর দেহত্যাগের পর অসিতানন্দজী শুধুমাত্র তপস্যার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশন থেকে হিমাচলে গমন করেন। দীর্ঘকাল বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করেন। শেষে কাশীতে অলৌকিকভাবে কালীমূর্তি লাভ করে লিলুয়ায় 'শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। মঠ মিশনে না ফিরে এখানে তিনি মাতৃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে বহু অধ্যাত্মপিপাসু মানুষকে দীক্ষিত করেন। অন্যদিকে নিঃসঙ্গানন্দজীও বেলুড়মঠ থেকে তিন বছরের ছুটি নিয়ে বাইরে চলে আসেন এবং আর কখনো মঠে প্রত্যাবর্তন করেননি। বেলুড়মঠে ফিরে যাবার অনুরোধ এলেও তিনি 'বর্তমান অবস্থাতেই দিনযাপন করতে ইচ্ছুক' জানিয়ে দিয়ে বর্ষমানে 'সারদা আশ্রম' প্রতিষ্ঠাপূর্বক বহু ভক্তকে দীক্ষিত করেন। তীর্থদর্শন হতে প্রত্যাবর্তনের পর নিঃসঙ্গানন্দজীর উদ্যোগে পূর্বাশ্রম আরামবাগের পারুলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব' এবং পৌষ ময়দানে বিশাল ধর্মসভা অনুষ্ঠিতহয়। স্বামী অসিতানন্দ ও ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন।

একসময় নিঃসঙ্গানন্দ 'পাগলা সাধু' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। অসিতানন্দের কিন্তু পাগল মনে হত না। নিঃসঙ্গানন্দ অসিতানন্দ ও ডাঃ প্রভাকর মুখজ্যেকে খুবই যত্ন করতেন। তিনি একবার সাতু মহারাজের কাছে একখানি কাপড় ও কিছু খাবার চেয়েছিলেন। গর্ভধারিণী মায়ের কাছ থেকে নিয়ে সাতু ওই মহাপুরুষকে দিয়েছিলেন। আহারান্তে তাঁর আর পাগলের ভাব রইল না। সাতুকে তিনি আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, ''প্রার্থনা করি তোমার সাধুজীবন আরও উজ্জ্বল হোক।'' ব্রহ্মজ্ঞ এই দুই সন্ন্যাসী ধর্ম, সাধনা, পূজা ও ঠাকুর-মায়ের জীবনের উপর বেশকিছু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করে মানুষের হৃদয়ে ভক্তি ও ভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গেছেন। স্বামী অসিতানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যা' এবং স্বামী নিঃসঙ্গানন্দের 'সাধন ও সিদ্ধি' গ্রন্থ দু'খানি সার্থক ও অমর সৃষ্টি। অসিতানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীমা সারদা' নামক মাসিক পত্রিকাটিও নিরবচ্ছিন্নভাবে ঠাকুর-মা-স্বামীজির ভাবধারা প্রচার আজও অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই দুই মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানও একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে। এঁরা আজ স্থূল দেহে আমাদের কাছে না থাকলেও এঁদের শিক্ষা, ভক্তি, ত্যাগ, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ব্রহ্মতত্ত্ব—আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম।

যোজনা ডায়েরি

২১ ডিসেম্বর–জানুয়ারি ২০১৮

পর্ব ১২

বিসিসিআইয়ের কার্যকরী সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী জানান যে ইউসুফ পাঠান নিজের অজান্তে এমন একটি ড্রাগ নিয়েছে যেটা সাধারণত কাশির সিরাপে পাওয়া যায়। পাঠানের নিজের পক্ষে দেওয়া যুক্তিতে সন্তুষ্ট বোর্ড। গত বছর ১৬ মার্চ নয়া দিল্লীতে বিসিসিআই-এর ডোপ পরীক্ষায় ইউসুফের মূত্রের নমুনা নেওয়া হয়। আর সেই পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে পাঠানের শরীরে টার্বুটালিন রয়েছে, যা কি না ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা)-র দেওয়া তালিকায় নিষিদ্ধ। বিসিসিআই-এর কার্যকরী সম্পাদক আরও জানান, সেসব অভিযোগ মেনে নিয়েছেন পাঠান। তিনি জানিয়েছেন, ভুল করতেনিজের অজান্তেই নিষিদ্ধ ড্রাগ নিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের ২৭ অক্টোবর বিসিসিআই-এর তরফে চিঠি পান পাঠান। সেই বছরই ১৫ আগস্ট থেকে তার নির্বাসন ধরা হচ্ছে। যে কারণে জানুয়ারিতেই মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন তিনি। আইপিএল-এর নিলামেও দেখা যাবে ইউসুফ পাঠানকে।

➢ দিল্লিকে ৯ উইকেটে হারিয়ে বছরের প্রথম দিন রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল বিদর্ভ। ম্যাচের ফল দিল্লি ২৯৫ ও ২৮০ আর বিদর্ভ ৫৪৭ ও ৩২/১।

➢ নতুন টেনিস মরসুম শুরুটাই সাফল্য দিয়ে করলেন রজার ফেডেরার। দেশের হয়ে জিতে নিলেন হপম্যান কাপের খেতাব। জার্মানির আলেকজান্ডার জেভেভ ও অ্যাঞ্জেলিক কেরবের-কে হারিয়ে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই খেতাব জিতলেন রজার ফেডেরার। তবে এই টুর্নামেন্টে তার দেশ সুইজারল্যান্ডের তৃতীয় খেতাব এটি। গত ৬ জানুয়ারি সিঙ্গলস ম্যাচে জেরেভকে ৬-৭, ৬-০, ৬-২ হারান ফেডেরার। যদিও মেয়েদের সিঙ্গলসে কেরবের-এর বিরুদ্ধে হারতে হয় ও ফেডেরারের সতীর্থ বেলিণ্ডা বেনচিচকে। মিক্সড ডাবলসের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জার্মান জুটিকে হারিয়েই সেরার শিরোপা পেলেন ফেডেরার ও বেলিণ্ডা। প্রায় ১৮ বছর আগে ২০০১-এ দেশকে এই টুর্নামেন্টের ট্রফি এনে দিয়েছিলেন ফেডেরার। তখন তার পার্টনার ছিলেন মার্টিনা হিঙ্গিস।

➢ টি২০ সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হারাল ভারত। গত ২০, ২২ ও ২৪ ডিসেম্বর কটক, ইন্দোর ও মুম্বাইয়ের ম্যাচে যথাক্রমে ৯৩ রান, ৮৮ রান ও ৫ উইকেটে জেতে ভারত। এর মধ্যেই গত ২২ ডিসেম্বর মাত্র ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করলেন রোহিত। সম সংখ্যক বলেই সেঞ্চুরি রয়েছে ডেভিড মিলারের। তার এই রেকর্ড স্পর্শ করলেন রোহিত। এই সেঞ্চুরি সাজানো ছিল ১২টি বাউন্ডারি ও ৮টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। শেষ পর্যন্ত ৪৩ বলে ১১৮ রানে আউট হন রোহিত। এই রানে পৌঁছতে ১২টি বাউন্ডারি ও ১০টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকান।

➢ বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট দল দক্ষিণ আফ্রিকায় সফররত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দু'দেশের মধ্যে খেলা হবে ৩টি টেস্ট, ৬টি একদিনের ম্যাচ ও ৩টি টি২০ ম্যাচ। প্রথম দু'টি টেস্টে ভারতকে হারিয়ে সিরিজ শেষ হওয়ার আগেই 'ফ্রিডাম ট্রফি' জিতে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

- **আইসিসি-র টিমে ভারতের তিন মহিলা ক্রিকেটার :**

বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন না হতে পারলেও আইসিসি-র সেরা এগারোতে ঢুকে পড়েছেন ভারতের তিন মহিলা ক্রিকেটার। তিন জনের মধ্যে একমাত্র একতা বিস্ত জায়গা করে নিলেন ওয়ান ডে ও টি২০ দুই দলেই। আইসিসি-র ওমেনস টিম অব দি ইয়ারের ওয়ান ডে দলে জায়গা পেলেন মিতালি রাজ। অল-রাউন্ডার হরমনপ্রীত কাউর রয়েছেন টি২০ দলে। ইংল্যান্ডের হেদার নাইটকে ওডিআই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেফানি টেলারকে বেছে নেওয়া হয়েছে টি২০ দলের অধিনায়ক হিসেবে। ২০১৬-র ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই দল বেছে নেওয়া হয়েছে। দুই দলে জায়গা করে নেওয়া ৩১ বছরের একতা বিস্ত এই মুহূর্তে ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিয়ে রয়েছেন ১৪ নম্বরে। টি২০-তে একতার র‍্যাঙ্কিং ১২। ১৯টি ওডিআই-এ একতার উইকেটের সংখ্যা ৩৪। সেখানে টি২০-তে সাত ম্যাচে ১১।

- **আফগানিস্তানের প্রথম টেস্ট ১৪ জুন ভারতে :**

ভারত-আফগানিস্তান ঐতিহাসিক টেস্ট ১৪ জুন থেকে। সদ্য আইসিসির সম্পূর্ণ সদস্য পদ পেয়েছে আফগানিস্তান। আর প্রথম টেস্ট খেলতে আসছে এই ভারতের মাটিতেই। বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্ট খেলবে আফগানিস্তান। গত ১৬ জানুয়ারি দুই বোর্ডের কর্তাদের আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছে। গত বছর জুনেই আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই সময়ই সম্পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়া হয় দুই ক্রিকেট খেলিয়ে দেশকে। যার ফলে ১১ ও ১২তম টেস্ট খেলিয়ে দেশ হিসেবে ক্রিকেট বিশ্বে জায়গা করে নিয়েছে আফগানিস্তান ও আয়ারল্যাণ্ড। উল্লেখ্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক খেলা হওয়াটা সম্ভব নয়। যে কারণে সম্প্রতি ভারতের মাটিতেই হোম ম্যাচের আয়োজন করেছিল আফগানিস্তান। গ্রেটার নয়ডায় আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে সিরিজ খেলেছিল আফগানিস্তান। গত বছর প্রথম কোনও আফগানিস্তান ক্রিকেটার আইপিএল-এ খেলেছিল। তারা মহম্মদ নবি ও রশিদ খান। এবছর নিলামের জন্য ১৩ জন ক্রিকেটারকে নথিভুক্ত করানো হয়েছে।

- **বিশ্বকাপ জিতে নিলেন ভারতের দৃষ্টিহীন ক্রিকেটাররা :**

দৃষ্টিহীনদের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত। গত ২০ জানুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সুনীল রমেশের ৯৩ রানের লড়াকু ইনংসের কারণেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের দু'উইকেটে হারাতে পেরেছে ভারত। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩০৮ রান করে পাকিস্তান। জবাবে ১০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নিলেন সুনীল রমেশরা। ১৮৯৫ সালে শেষবার দৃষ্টিহীনদের এশিয়া কাপ জিতেছিল ভারত। তারপরে ২০১৮ সালে আবার ট্রফি এল ভারতে। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল বিরাট কোহলির ভারতকে। এবার পাকিস্তানের অন্য এক দলকে হারিয়ে এল বিশ্বকাপ। ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে দেশের ক্রীড়ামহল থেকে আসতে থাকে একের পর এক অভিনন্দন বার্তা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও এসেছে সেরকম বার্তা। ভারতের হেড কোচ রবি শাস্ত্রী থেকে শুরু করে হার্দিক পাণ্ডিয়া, ট্যুইট করেছেন অনেকেই। অভিনন্দন বার্তা এসেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকেও।

- **আইসিসি র‍্যাঙ্কিং :**

ভারতের বিরুদ্ধে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাঙ্কিয়ে শীর্ষে উঠে এলেন কাগিসো রাবাডা। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে তার উইকেট পাঁচ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যাণ্ডারসন। ভারতের রবীন্দ্র জাডেজা রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলেননি জাডেজা। চারে রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

পূজা হয় ভক্তিতেই

পূজা আমাদের সংসারে কল্যাণ-কামনা করে। তাই পূজার মধ্যে ভক্তি থাকাটা অবশ্যই প্রয়োজন থাকে। একটা পূজোর তখনই প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়, যখন সেই প্রতিমাকে ভক্তিভাবে পূজা করা যায়। আমি একজন পূজারী হিসাবে পূজার আসনে বসে প্রতিমার চক্ষুদান করি। তখন মনটা আনন্দেতে ভরে যায়। মা দু-চোখ মেলে দেখেন তাদের সন্তানরা কীভাবে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। নিষ্ঠা, ভক্তি, সর্বোপরি আন্তরিকতা না থাকলে একটা পূজা কখনই সম্ভব হয় না। এখানে ভক্তি বা শ্রদ্ধাতেই ভগবান বিরাজ করেন। তাই মায়ের পূজা হোক বা যে কোনো পূজা হোক, সেখানে সবার আগে দরকার পড়ে ভক্তি ও নিষ্ঠা। আমি পূজারী হিসাবে মনে করি জীবনের পথটাকে যেমন চলতে হবে বিশ্বাসের সাথে, ঠিক একইভাবে বিশ্বাস রেখে প্রতিমার পূজা করতে হবে। সময়টা বেশী দিতে হবে। যাতে প্রতিমা প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। ঘটের মধ্যেই মা প্রাণের ছোঁয়া পায়। সেই ঘট স্থাপনের কাজটাকে সবার আগে মনোযোগ সহকারে করতে হবে। অর্থাৎ ঘটেই মাকে প্রাণের ছোঁয়াটা এনে দিতে হবে। মন্ত্র উচ্চারণ প্রতিটি মন্ত্র নিষ্ঠাবান হয়ে একেবারে শুদ্ধভাবে, স্পষ্টভাবে বলতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে আরতিটাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই আরতি এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে আরতি দেখার আশায় ভক্তগণ মুগ্ধ হয়ে যায়। একটি বেলপাতাতেই তিনি তুষ্ট এই কথাটার মধ্যেই রয়েছে ভক্তির কথা। আমি এই কথাটিকে বেশি করে বিশ্বাস করি। তাই পূজার আসনে বসে প্রতিমাকে ভক্তিতেই পূজা করি। আবার সেই জায়গায় চলে এলাম। ভক্তিবিহীন কোনো কাজই সম্পূর্ণ হতে পারে না। মানুষের প্রতিও ভক্তি থাকা অবশ্যই দরকার। মানুষবিহীন কোনো ভক্তি পূর্ণতা পেতে পারে না। এই সংসারে থেকে তাই সবার আগে মানুষকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। মানুষের সংস্পর্শে এসে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে হবে, তবেই পূজার আসনে বসাটা সার্থক হবে, তবেই পূজা করাটা সার্থক হবে। তবেই একটা প্রতিমা প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাবে। এখানে সেই ভক্তি সহকারেই পূজোটা হয় এবং এতে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়।

গীলে ব্যানার্জী
হাওড়া

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১-২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১-২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক